

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৪৫

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - কিতাব ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

আরবী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاتَة رَهْط إِلَى بِيُوت أَنْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخبروا كَأَنَّهُمْ تقالوها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخبروا كَأَنَّهُمْ تقالوها فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالُ أَحدهم أما أَنا فَإِنِي أُصلِي اللَّيْل أبدا وقالَ آخر أَنا أصوم الدَّهْر وَلَا أفطر وَقَالَ آخر أَنا أَعْتَزِلُ النِسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ أَنا أَعْتَزِلُ النِسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ أَنْ تُعْنَى أَنْفُومُ وَأُنْقُلُ مُ لَكُنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَلْتَهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مني »

বাংলা

১৪৫-[৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইবাদাতের অবস্থা জানার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের নিকট এলেন। নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইবাদাতের খবর শুনে তারা যেন তাঁর ইবাদাতকে কম মনে করলেন এবং পরস্পর আলাপ করলেনঃ নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা কোথায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের-পরের (গোটা জীবনের) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কিন্তু সারা রাত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি দিনে সিয়াম পালন করবো, আর কখনো তা ত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কী এ ধরনের কথাবার্তা বলছিলে? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেয করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন সিয়াম পালন করি আবার কোন দিন সিয়াম পালন করা ছেড়ে দেই। রাতে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করি আবার ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিয়েও করি। সুতরাং এটাই আমার সুন্নাত (পথ), যে ব্যক্তি আমার পথ থেকে বিমুখ হবে সে আমার (উন্মাতের) মধ্যে গণ্য হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[1]



ফুটনোট

[1] সহীহ: বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩১৭, ইরওয়া ১৭৮২, সহীহ আল জামি' ১৩৩৬, সহীহ আতৃ তারগীব ১৯১৮, বুলুগুল মারাম ৯৭৫, আহমাদ ১৩৭২৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: হাদীসে বর্ণিত তিনজনের যে প্রতিনিধি আল্লাহর রসূলের স্ত্রীদের নিকট এসেছিলেন, তাঁরা হলেন- 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস এবং 'উসমান ইবনু মায্'উন। আবার কেউ বলেছেন, তিনজনের একজন ছিলেনঃ মিরুদাদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর নন। তাঁরা রসূলের 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রতি দিনে এবং রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওযীফাহসমূহের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যাতে তারা সেভাবে আ'মাল করতে পারেন। এ সম্পর্কে জানার পর নিজেদের কৃত আ'মালসমূহকে অত্যন্ত স্বল্প মনে করে তাঁরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমর্থন করেননি। কারণ হলো, একজন ভালো মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহর হক আদায় করার পাশাপাশি মানুষের হকও আদায় করা এবং সার্বিক ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করা ও তাঁরই নিকট সবকিছু সোপর্দ করা। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ হতে বিমুখ হবে সে আমার মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ- আমার সুন্নাহকে অস্বীকারকারী হলে সে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি অবজ্ঞাবশত অথবা কোন প্রকার কৌশল অবলম্বনের দ্বারা আমার সুন্নাহকে এড়িয়ে যায় তাহলে সে আমার তরীকার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন